# বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে
# জাতীয় শোক দিবস পালিত

গত ১৬ই আগষ্ট শনিবার বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে সিডনির বোটানীস্থ বোটানী টাউন হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও বঙ্গবন্ধুর উপর গীতি আলেখ্য। প্রথমে দোয়া ও পরে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নিরবতার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাযযাক। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ড: আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়ার সভাপতি জনাব আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার প্রথমেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জনাব গাউসুর আলম শাহাজাদা। তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আগত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর আলোচনা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বোটানী কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র মি: জর্জ গ্লেনাটসিস, ম্যাকুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন সভাপতি ড. রফিকুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়ার অন্যতম নেতা বিশিষ্ট্য সমাজসেবী গামা আব্দুর কাদির, গণফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কলামিষ্ট রনেশ মৈত্র, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অষ্ট্রেলিয়ার সাধারণ সম্পাদক ব্যারিষ্টার সিরাজুল হক, সাংবাদিক ফজলুল বারী, বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়ার সহ সভাপতি জনাব গাজী কামরুন্নল হাসান নিলু ও ড. রতন কুন্ডু, পার্থ থেকে আগত অতিথি বক্তা ড: রইস উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। আলোচনা সভায় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর স্মৃতিচারণ এবং দেশগড়া ও বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর মর্যাদা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান তুলে ধরেন। একাত্তর সালের স্বাধীনতায় তাঁর

ভূমিকা, ত্যাগ ও পরবর্তিতে দেশগড়ার ক্ষেত্রে তাঁর স্বপ্নকে বিভিন্ন বক্তারা বিভিন্নভাবে তুলে ধরেন। সেই সাথে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষপটগুলোর বিশ্লেষন ও করণীয় দিকগুলো নিয়েও তাদের মূল্যবান মতামত তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. আরেফিন সিদ্দিক বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর আলোকপাত করে বলেন, বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসাধরণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর ত্যাগ জাতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। তিনি একাত্তর সালের স্বাধীনতার পূর্ব ও পরের সময়কালের বিভিন্ন দিকগুলোর কথা তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন ছিল আপোসহীন এবং দেশের জনগণের জন্য। তিনি নিজের সুখের কথা কিংবা পরিবারের কথা কখনো ভাবেন নি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর কারাগারে থাকার সময়গুলোতে একবার বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী যখন অর্থনৈতিক কারণে ঘরের একটি ফ্রিজ বিক্রি করে দেন তখন সন্তানদের সান্ত্বনা দেবার জন্য তিনি বলেছিলেন, তোমাদের ফ্রিজের পানি খেয়ে ঠান্ডা লাগে বলে সেটি বিক্রি করে দিয়েছি। তিনি পরিবারের অর্থনৈতিক দিকগুলো তুলে ধরে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনীর অবদান ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর অসাধারণ সহযোগিতা ও তাঁকে সাহস দেবার কথা তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধুর জীবণের বহু বছর কেটেছে কারাগারে। এই সময়ে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের অনেক কথা ছিল হৃদয় স্পর্শী ও কষ্টের। এই সময় প্রধান অতিথি ড. আরেফিন বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীকে লেখা বঙ্গবন্ধুর একটি চিঠির অংশ বিশেষ পড়ে শোনান। দীর্ঘ সময় শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সাথে প্রধান অতিথি ড. আরেফিন সিদ্দিকীর বক্তব্য শুনেন। প্রধান অতিথি বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধীদের কথা তুলে ধরে বলেন, এদের দ্রুত বিচার হওয়া প্রয়োজন। এব্যাপারে সেক্টর কমান্ডার ফোরাম যে আন্দোলন ও জনমত তৈরী শুরু করেছে তাতে সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তিনি তাদের দ্রুত বিচারের দাবী জানান।

সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সমাপণী বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়ার সভাপতি জনাব আব্দুল জলিল। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, আমার কষ্ট হয় যখন বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ বার্ষিকী পালনকে স্বাগত জানান না। বঙ্গবন্ধুর কোন তুলনা নেই। তিনি জাতির পিতা এবং বাংলাদেশের স্থপতি। তিনি অবিলম্বে জব্বরী আইন প্রত্যাহার করে সুষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও গ্রহনযোগ্য জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণার আহবান জানান। সবশেষে তিনি অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের শুভেছা ও ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে অজবাংলার সৌজন্যে বঙ্গবন্ধুর সাথে ১৫ই আগষ্ট যারা শাহাদাৎ বরণ করেছিল তাদের ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবনবৃতান্ত সম্বলিত পোষ্টার প্রদর্শনীর জন্য তিনি অজবাংলা ডট কম কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানটির সাবলীল ও চমৎকার উপস্থাপনায় ছিলেন জহিরুল ইসলাম মহসীন। এরপর ছিল নৈশ ভোজের জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতি।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল সিডনির বিশিষ্ট্য সঙ্গীত পরিচালক ও কণ্ঠশিল্পী আতিক হেলালের পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর উপর একটি গীতি আলেখ্য "কে বলে তুমি নেই"। এতে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে রয়েছে বিজয়, দোলন, রঞ্জিত, অন্তরা, শেখর, আরফিনা মিতা, শরীফ এবং আতিক হেলাল। ধারা বর্ণনা ও উপস্থাপনায় ছিলেন কিশোয়ার মুজাহিদ, আরিফ এবং জয়ন্ত সরকার। সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন সুমন আলোম। বঙ্গবন্ধুর উপর ধারাবর্ণনা ও তার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত গানগুলো হলভর্তি দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ ও বিমোহিত করে।

রিপোর্ট: বঙ্গবন্ধু পরিষদ